তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পুলিশী হেফাজতে জনি হত্যা মামলার আসামী পুলিশের দুই জন কর্মকর্তা কর্তৃক বিচারিক কার্যক্রম বাতিল চেয়ে করা মামলায় হাইকোর্ট রুল ডিসচার্জের আদেশ ও নির্দেশনা

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ইং তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও মাননীয় বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ পুলিশী হেফাজতে জনি হত্যা মামলার আসামী পুলিশের দুই কর্মকর্তার (এ.এস.আই রাশেদুল হাসান ও এ.এস.আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু) ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১(এ) ধারার অধীনে হাইকোর্টে দায়ের করা ক্রিমিনাল মিস মামলা নং ১৩৬৭৮/১৮ এর শুনানীঅন্তে গত ১২ মার্চ ২০১৮ ইং তারিখে ইস্যুকৃত রুল ডিসচার্জ করেন এবং বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় চলমান মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর বিচারিক কার্যক্রম "নির্যাতন এবং হেফাজত মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩" তে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তির নির্দেশনা প্রদাণ করেন।

গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৮ ইং তারিখে উল্লেখিত মামলার আসামী এ.এস.আই রাশেদুল হাসান ও এ.এস.আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর বিচারিক কার্যক্রম বাতিলের আদেশ চেয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১(এ) ধারার অধীনে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল মিস মামলা নং ১৩৬৭৮/১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলার শুনানীঅন্তে মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন এবং ০৬ মাসের জন্য মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর কার্যকারিতার উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে উক্ত স্থগিতাদেশ বাতিলের জন্য আইনী সহায়তা চেয়ে ভিকটিম জনির ছোট ভাই মো: ইমতিয়াজ হোসেন রকি ব্লাস্টের নিকট আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্লাস্ট মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা প্রদান করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখ দিবাগত রাত ২ ঘটিকায় সুমন নামের এক ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নারী অতিথিদের বিরক্ত করছিলেন। তার উক্ত কাজে বাধা প্রদান (মারধর) করেন ভিকটিম জনি। এই ঘটনার বর্শবর্তী হয়ে পরবর্তীতে অভিযুক্ত সুমন ও রাসেল পুলিশ নিয়ে এসে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ভিকটিম জনি ও তার ভাই রকিকে পল্লবী থানায় ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাদের উপর করা অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের কারণে ওই দিনই ভিকটিম জনি মারা যায়। ভিকটিমের মা থানায় মামলা করতে গেলে থানা তাদের মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায় । পরবর্তীতে প্রকৃত ঘটনা চাপা দেয়ার জন্য অভিযুক্ত এস.আই. শোভন কুমার সাহা বাদী হয়ে দণ্ডবিধির ১৮৮/৩২৩/৩০২/৩৪ ধারা সমূহের অধীনে পল্লবী থানায় মামলা নং ১৬ তাং ০৯.০২.১৪ দায়ের করেন

এবং তা এজাহারভুক্ত করেন অপর অভিযুক্ত জিয়াউর রহমান, অফিসার ইনচার্জ, পল্লবী থানা। ভিকটিমের ভাই রকি পুলিশ হেফাজত থেকে মুক্তি লাভের পর নিজেই বাদী হয়ে "নির্যাতন এবং হেফাজত মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩" এর ১৫(১), (২), (৩) ও (৪) ধারার অধীনে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ দায়ের করেন। এস.আই রাশেদুল হাসান ও এ.এস.আই মোঃ কামরুজ্জামান মিন্টু মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন মেট্রোঃ দায়রা মামলা নং ৬১৭১/১৪ এর কার্যকারিতা বাতিলের আদেশ চেয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১(এ) ধারার অধীনে হাইকোর্টে ক্রিমিনাল মিস মামলা নং ১৩৬৭৮/১৮ দায়ের করেন।

আজ আদালতে ব্লাস্টের প্যানেল আইনজীবী মো: বদিউজ্জামান তপাদার, আইন উপদেস্টা ও আইনজীবী এস. এম. রেজাউল করিম এবং স্টাফ আইনজীবী আয়েশা আক্তার ভিকটিম জনির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ।

বার্তা প্রেরক

আসমা উল হোসনা,
কমিউনিকেশনস স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
ইমেইল: asma@blast.org.bd

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

এস. এম. রেজাউল করিম
লিগ্যাল এডভাইজার, ব্লাস্ট
ইমেইল: rezaul@blast.org.bd
মোবাইল: ০১৭৫৮৭৫৬৪১২